মুসলিম পারিবারিক আইন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
বাড়ি-১৪১, সড়ক-১২, ব্লক-ই, বনানী
ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ।
ফোন: ৯৮৮৭৮৮৪, ৮৮২৬০৩৬, ফ্যাক্স: ৯৮৮৪৮১১
ইমেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

সার্বিক সংকলন ও সম্পাদনায়:
মো. হাবিবুর রহমান, ফেলো, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

সম্পাদনা সহযোগী:
মোরশেদা আক্তার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ফেলো, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

বিষয় ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন:
সিভিক এনগেজমেন্ট বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট ফেলো আ.ব.ম রাশেদুজ্জামান, মোহাম্মদ হোসেন, মো. গোলাম মোস্তফা এবং মো. মনিরুল ইসলাম জাহিদ

প্রকাশ: জুলাই ২০১১

© ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
বাড়ি- ১৪১, সড়ক- ১২, ব্লক- ই, বনানী
ঢাকা- ১২১৩, বাংলাদেশ।
ফোন: +৮৮-০২-৯৮৮৭৮৮৪, ৮৮২৬০৩৬, ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৯৮৮৪৮১১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

মুখবন্ধ

সেবাখাতে দুর্নীতি ও অনিয়মের অন্যতম কারণ একদিকে তথ্যের অবাধ প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা ও অন্যদিকে সাধারণ জনগণের অনেকেরই মৌলিক অধিকার ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের ন্যায্য প্রাপ্য এবং আইন ও বিধি অনুযায়ী করণীয় সম্পর্কে যথার্থ ধারণার ঘাটতি। এ প্রেক্ষিতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে স্থানীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে তথ্য ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

টিআইবি এর সহযোগিতায় সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) দুর্নীতি বিরোধী সামাজিক আন্দোলনকে সংগঠিত ও সম্প্রসারিত করার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় সনাক তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক (Advice and Information Desk, AI-Desk) কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণকে বিনামূল্যে তথ্য ও পরামর্শ সেবা দিয়ে অধিকার সচেতন ও ক্ষমতায়ন করে তোলার কাজ করছে। এ কাজের অংশ হিসেবে এ তথ্যপত্রটি প্রস্তুত করা হয়েছে। তথ্যপত্র কোনো গবেষণা প্রতিবেদন নয়। এটি মূলত কোনো চলমান বিষয় ও বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবার ধরন, নির্ধারিত ফি ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংক্ষিপ্তভাবে প্রশ্ন-উত্তর আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া বিদ্যমান আইন/বিধিমালা/প্রবিধানমালা/প্রজ্ঞাপন/নীতিমালা ইত্যাদি জনগণকে কী অধিকার দিয়েছে এ বিষয়েও প্রশ্ন-উত্তর আকারে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। তথ্যপত্রের উল্লিখিত কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যার সাথে মূল আইন বা তার অধীন প্রণীত বিধিমালা, সরকারি গেজেট, প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত নিয়মকানুনের সাথে তারতম্য হলে মূল আইন বা তার অধীন প্রণীত বিধিমালা, সরকারি গেজেট, প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত নিয়মকানুনকে প্রাধান্য দিতে হবে। যেহেতু তথ্যপত্রে তথ্যসমূহ সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং সকল বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি তাই কোনো আইনী প্রক্রিয়ায় যাওয়ার পূর্বে অবশ্যই মূল আইন, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, সরকারি গেজেট ও প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি অনুসরণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

বর্তমান সংস্করণটিতে উল্লিখিত তথ্যসমূহ জুন ২০১১ পর্যন্ত প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনা, আইন, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, সরকারি গেজেট, প্রজ্ঞাপন, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। পরবর্তী সংস্করণটির সংশোধনের জন্য সম্মানিত পাঠক মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করবেন, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

তথ্যপত্রটি জনগণের ক্ষমতায়নে এবং সেবাপ্রাপ্তিতে দুর্নীতি ও হয়রানি হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা রাখি।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

মুসলিম পারিবারিক আইন

যে সকল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে

১. প্রশ্ন: মুসলিম পারিবারিক আইন কাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ?..... ১
২. প্রশ্ন: সালিশী পরিষদ কী ?..... ১
৩. প্রশ্ন: এ আইনে চেয়ারম্যান বলতে কাদেরকে বোঝায় ?..... ১
৪. প্রশ্ন: সালিশী পরিষদের চেয়ারম্যান কোন ধর্মের অনুসারী হবে ?..... ১
৫. প্রশ্ন: সালিশী পরিষদের কার্যপদ্ধতি কী ?..... ১
৬. প্রশ্ন: সালিশী পরিষদ সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করতে পারে কী ?..... ২
৭. প্রশ্ন: উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে মুসলিম আইনে কী বলা হয়েছে ?..... ২
৮. প্রশ্ন: বহু বিবাহের ক্ষেত্রে মুসলিম আইনের ভাষ্য কী ?..... ২
৯. প্রশ্ন: সালিশী পরিষদের পূর্বানুমতি ব্যতীত বিবাহ করলে তা কী রেজিস্ট্রি হবে ?..... ২
১০. প্রশ্ন: সালিশী পরিষদের অনুমতি ব্যতীত আরেকটি বিবাহের ক্ষেত্রে কী শাস্তির বিধান রয়েছে ?..... ২
১১. প্রশ্ন: কোনো ব্যক্তির বহু বিবাহের ক্ষেত্রে করণীয় কী ?..... ৩
১২. প্রশ্ন: বহু বিবাহের অনুমতির আবেদন প্রাপ্তির পরে সালিশী পরিষদ কী করবে ?..... ৩
১৩. প্রশ্ন: বহু বিবাহের অনুমতির আবেদনের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে ?..... ৩
১৪. প্রশ্ন: পূনরায় বিবাহের অনুমতির আবেদনের সিদ্বান্ত কী মৌখিকভাবে দিবেন ?..... ৩
১৫. প্রশ্ন: সালিশী পরিষদের কার্যক্রম কীভাবে সংঘটিত হবে ?..... ৩
১৬. প্রশ্ন: মুসলিম পারিবারিক আইনে তালাক সম্পর্কে কী বলা হয়েছে ?..... ৩
১৭. প্রশ্ন: নারীর তালাক দেয়ার অধিকারের ক্ষেত্রে মুসলিম আইনে কী বলা হয়েছে ?..... ৪
১৮. প্রশ্ন: পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে বিবাহবিচ্ছেদ এর ক্ষেত্রে কী বলা হয়েছে ?..... ৪
১৯. প্রশ্ন: ভরণপোষণের ক্ষেত্রে মুসলিম পারিবারিক আইনে কী বলা হয়েছে ?..... ৪
২০. প্রশ্ন: ভরণপোষণ আদায়ের জন্য স্ত্রী কী করবে ?..... ৫
২১. প্রশ্ন: দেনমোহরের ক্ষেত্রে মুসলিম পারিবারিক আইনে কী বলা হয়েছে ?..... ৫

মুসলিম পারিবারিক আইন

১. প্রশ্ন: মুসলিম পারিবারিক আইন কাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ?

উত্তর: বাংলাদেশের যে কোনো মুসলিম নাগরিক, দেশের ভিতরে অথবা বাইরে, যে স্থানেই থাকুক না কেন, এ অধ্যাদেশের বিধান তার প্রতি প্রযোজ্য হবে। ১৯৬১ সালের ১৫ই জুলাই এ অধ্যাদেশ বলবৎ হয়েছে। এটার কোনো ভূতাপেক্ষ কার্যকারিতা নেই। সম্প্রদায়গত বিভাজন নির্বিশেষে এ অধ্যাদেশের বিধান প্রযোজ্য। শিয়া বা সুন্নি যে কোনো শ্রেণির মুসলিম নাগরিকের ওপর এ আইন সমভাবে প্রযোজ্য হবে।

২. প্রশ্ন: সালিশী পরিষদ কী ?

উত্তর: সালিশী পরিষদ বলতে চেয়ারম্যান এবং এ অধ্যাদেশে ব্যবস্থিত কোনো বিষয়ের সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রত্যেকের একজন প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত সংস্থাকে বোঝায়। তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে কোনো পক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো প্রতিনিধি মনোনীত করতে ব্যর্থ হলে, সেক্ষেত্রে উক্ত প্রতিনিধি ব্যতীত সালিশী পরিষদ গঠিত হবে।

৩. প্রশ্ন: এ আইনে চেয়ারম্যান বলতে কাদেরকে বোঝায় ?

উত্তর: চেয়ারম্যান বলতে বোঝায়:

- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান,
- পৌরসভার চেয়ারম্যান,
- মিউনিসিপাল করপোরেশনের মেয়র বা প্রশাসক (সিটি করপোরেশন),
- সেনানিবাস এলাকায় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তি, এবং
- যেক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা বা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন বাতিল করা হয়, সেক্ষেত্রে উক্ত পরিষদ, পৌরসভা বা করপোরেশনের কার্য সম্পাদনকারী অথবা ক্ষেত্রমত এ অধ্যাদেশভুক্ত চেয়ারম্যানের কার্য সম্পাদনের জন্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তি।

৪. প্রশ্ন: সালিশী পরিষদের চেয়ারম্যান কোন ধর্মের অনুসারী হবে ?

উত্তর: মুসলিম ধর্মের অনুসারি হতে হবে। যেক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভার চেয়ারম্যান অথবা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মেয়র অমুসলিম অথবা স্বয়ং সালিশী পরিষদে আবেদন করতে ইচ্ছা অথবা অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে চেয়ারম্যানের কার্য সম্পাদনে অসমর্থ হন, সেক্ষেত্রে এ অধ্যাদেশের উদ্দেশ্যাবলি পূরণকল্পে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা বা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মুসলিম সদস্যদের বা কমিশনারদের মধ্যে একজনকে চেয়ারম্যান হিসাবে নির্বাচিত করবে।

৫. প্রশ্ন: সালিশী পরিষদের কার্যপদ্ধতি কী ?

উত্তর: সালিশী পরিষদের কার্যপদ্ধতি বর্তমানে কোনো সংবিধিবদ্ধ আইনের কার্যপদ্ধতির বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে না। ৩ ধারায় এটা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ১৯৪০ সালের 'সালিশী আইন' এবং ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধি'র বিধানসমূহ এ অধ্যাদেশের উদ্দেশ্যে গঠিত সালিশী পরিষদের কার্যপদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

৬. প্রশ্ন: সালিশী পরিষদ সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করতে পারে কী ?

উত্তর: সালিশী পরিষদ প্রয়োজন বোধে কোনো সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করতে পারে। কারণ, এ অধ্যাদেশে অন্তর্ভুক্ত বিধিমালার কোথাও এ ব্যাপারে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। এ অধ্যাদেশের কোনো কোনো বিধান পর্যালোচনায় সুস্পষ্টবাবে প্রতীয়মান হয় যে, এ অধ্যাদেশের অধীনে সুচারুরূপে দায়িত্ব পালনার্থে সালিশী পরিষদ সাক্ষ্য গ্রহণ বা দলিলপত্র দেখতে পারে। যেমন, ৯ ধারার বিধি অনুসারে সালিশী পরিষদ কাবিননামায় খরপোষ সম্পর্কে কোনো বিধান অন্তর্ভুক্ত আছে কী না, তদ্‌বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিবাহের কাবিননামা বিবেচনা করতে পারে। যেক্ষেত্রে স্ত্রীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থিরতর থাকাকালীন স্বামী অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, সেক্ষেত্রে পক্ষগণের মধ্যে কতিপয় বিরোধীয় বিষয়সমূহের নিষ্পত্তি অর্থাৎ স্বামীর পুরুষত্বহীনতা বা অন্য কোনো কারণে দাম্পত্য জীবন চালনায় অযোগ্যতা প্রভৃতি সম্বন্ধে স্ত্রী কর্তৃক দলিলপত্র দাখিল কিংবা সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করার প্রয়োজন হতে পারে।

৭. প্রশ্ন: উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে মুসলিম আইনে কী বলা হয়েছে ?

উত্তর: মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের ৪ নং ধারা বাংলাদেশে মুসলমানদের উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আনয়ন করেছে। এ ধারায় প্রতিনিধিত্বের নীতি স্বীকৃত হয়েছে। উত্তরাধিকারের প্রশ্ন উপস্থাপনের পূর্বে সম্পত্তির মালিকের পুত্র বা কন্যার মৃত্যু হলে উত্তরাধিকার নির্ণয়ের সময় উক্ত মৃত পুত্র বা কন্যার সন্তান তার পিতা বা মাতার অংশের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। পূর্বে মৃত পুত্র বা কন্যা জীবিত থাকলে মৃত ব্যক্তির ঐ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। এ ধারা প্রয়োগের পূর্বশর্ত হলো, মৃত ব্যক্তির পুত্র বা কন্যাকে উত্তরাধিকার শুরুর পূর্বে মৃত্যুবরণ করতে হবে। এ অধ্যাদেশ প্রণয়নের পূর্বে যেসব ঘটনা ঘটেছে, সে ব্যাপারে এ আইনে প্রতিকার পাওয়া যাবে না। এ ধারায় উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির সংরক্ষণ বা শাখা অনুযায়ী বণ্টনের নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এটা উত্তরাধিকার আইন কর্তৃক স্বীকৃত এবং মাথাপিছু বণ্টন নীতির বিপরীত।

(উত্তরাধিকার মৃত ব্যক্তির কন্যার মৃত্যু তারিখ, অধ্যাদেশ বলবৎ হওয়ার পূর্বে বা পরে তা অপ্রাসঙ্গিক। উত্তরাধিকারিত্ব হওয়ার তারিখই হলো প্রাসঙ্গিক বিষয়।)

৮. প্রশ্ন: বহু বিবাহের ক্ষেত্রে মুসলিম আইনের ভাষ্য কী ?

উত্তর: কোনো ব্যক্তি বিবাহ বিদ্যমান থাকাকালে সালিশী পরিষদের লিখিত পূর্বানুমতি ব্যতীত আরেকটি বিবাহ করতে পারবে না।

৯. প্রশ্ন: সালিশী পরিষদের পূর্বানুমতি ব্যতীত বিবাহ করলে তা কী রেজিস্ট্রি হবে ?

উত্তর: না। সালিশী পরিষদের পূর্বানুমতি ব্যতীত চুক্তিকৃত কোনো বিবাহ ১৯৭৪ সালের আইনের [মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধীকরণ) আইনের (১৯৭৪ সালের ৫২নং)] অধীনে নিবন্ধীকৃত (রেজিস্ট্রি) হতে পারবে না।

১০. প্রশ্ন: সালিশী পরিষদের অনুমতি ব্যতীত আরেকটি বিবাহের ক্ষেত্রে কী শাস্তির বিধান রয়েছে ?

উত্তর: এরূপ ক্ষেত্রে শাস্তির বিধানসমূহ হচ্ছে:

- বর্তমান স্ত্রী বা স্ত্রীগণের প্রাপ্য দেনমোহরের টাকা তৎক্ষণাৎ পরিশোধ করবে। যদি উক্ত টাকা পরিশোধ ব্যতীত, বকেয়া ভূমি-রাজস্বরূপে আদায়যোগ্য হবে এবং
- অভিযোগ করার পরে দোষী সাব্যস্ত হলে এক বছর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাবাস বা দশ হাজার টাকা পর্যন্তজরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

১১. প্রশ্ন: কোনো ব্যক্তির বহু বিবাহের ক্ষেত্রে করণীয় কী ?

উত্তর: এরূপ ক্ষেত্রে ব্যক্তি পূণঃ বিবাহের কারণ এবং বর্তমান স্ত্রীর অনুমতি নিয়েছে কিনা তা জানিয়ে সালিশী পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট লিখিতভাবে আবেদন করবে।

১২. প্রশ্ন: বহু বিবাহের অনুমতির আবেদন প্রাপ্তির পরে সালিশী পরিষদ কী করবে ?

উত্তর: বহু বিবাহের জন্য অনুমতির আবেদনপত্র প্রাপ্তির পরে সালিশী পরিষদের চেয়ারম্যান উক্ত আবেদনকারী, আবেদনকারীর বর্তমান স্ত্রী বা স্ত্রীদের (একাধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে) প্রত্যেককে একজন করে প্রতিনিধি মনোনয়ন করতে বলবে। সালিশ পরিষদের সভায় সংখ্যাঘষ্টিতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

১৩. প্রশ্ন: বহু বিবাহের অনুমতির আবেদনের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে ?

উত্তর: একটি বিবাহ থাকাকালীন পুনঃবিবাহের অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে সালিশী পরিষদ পুনঃরায় বিবাহ ন্যায়সঙ্গত এবং প্রয়োজনীয় কী না তা বিবেচনা করবে। আরো বিবেচনা করবে যে বর্তমান স্ত্রীর বন্ধাত্ব দৈহিক দুর্বলতা, দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে দৈহিক অনুপযুক্ততা, দাম্পত্য জীবন পুনরুদ্ধারের একটি ডিক্রি ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে চলা অথবা স্ত্রীর অপ্রকৃতিস্থত প্রভৃতি বিষয়।

১৪. প্রশ্ন: পূনরায় বিবাহের অনুমতির আবেদনের সিদ্বান্ত কী মৌখিকভাবে দিবেন ?

উত্তর: সালিশী পরিষদ আবেদনকারী সিদ্বান্তের পক্ষের যুক্তিগুলো উল্লেখ পূর্বক লিখিতভাবে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে।

১৫. প্রশ্ন: সালিশী পরিষদের কার্যক্রম কীভাবে সংঘটিত হবে ?

উত্তর: সালিশী পরিষদের সকল কার্যক্রম গোপনে অনুষ্ঠিত হবে। তবে তা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

১৬. প্রশ্ন: মুসলিম পারিবারিক আইনে তালাক সম্পর্কে কী বলা হয়েছে ?

উত্তর: ইসলাম ধর্মে তালাক সম্পর্কে দু'ধরনের মত প্রচলিত আছে:

প্রথমত: তালাকুস সুন্নাহ অর্থাৎ নবী করিম (স) কর্তৃক অনুমোদিত প্রকৃতির তালাক। তালাকুস সুন্নাহ দুই প্রকারের, যথা: তালাকে আহসান ও তালাকে হাসান।

দ্বিতীয়ত: তালাক-ই-বিদাত অর্থাৎ নিয়মবহির্ভূত বা নব প্রবর্তিত তালাক।

মুসলিম পারিবারিক আইনের ৭নং ধারায় তালাকের বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে।

এ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী তালাক কার্যকর হওয়ার পূর্বে যেকোনো সময় স্বামী তা প্রত্যাহার করতে পারে।

এ আইনের (৬) উপধারায়, তালাক কখন অপরিবর্তনীয় হবে তা বলা হয়েছে। তালাকের প্রকৃতি অনুসারে স্বামী প্রথমবার তালাক দেয়ার পর আবার তালাক প্রত্যাহার করলে, দ্বিতীয়বার তালাক দেয়ার পর পুনরায় প্রত্যাহার করলেন। কিন্তু যদি তিনি তৃতীয়বার তালাক দেন, তাহলে বিবাহভঙ্গ হবে এবং সেই তালাক আর প্রত্যাহার করার কোনো সুযোগ থাকবে না। এক্ষেত্রে স্ত্রীকে তৃতীয় কারো সাথে বিবাহ না দেয়া ব্যতীত পূর্বোক্ত স্বামী আর বিবাহ করতে পারবে না।

(২) উপধারায় বলা হয়েছে যে, (১) উপধারা অনুযায়ী চেয়ারম্যানকে নোটিস প্রদানে ব্যর্থ হলে তাকে কারাদণ্ড এবং জরিমানা করা হবে।

১৯৮৫ সালের পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশের সংশ্লিষ্ট বিধান অনুসারে গঠিত পারিবারিক আদালত বিবাহ ভঙ্গের ডিক্রি প্রদান করতে পারে। যেক্ষেত্রে পারিবারিক আদালতের ডিক্রি দ্বারা কোনো বিবাহ ভঙ্গ হয়েছে, সেক্ষেত্রে ডিক্রি প্রদানের ৭ দিনের মধ্যে আদালত ডিক্রির

সত্যায়িত সকল নিবন্ধিত কপি ডাকযোগে উপযুক্ত চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করবে। ডিক্রির কপি প্রাপ্তিসাপেক্ষে চেয়ারম্যান তালাক প্রদান সম্পর্কে নোটিশের অনুরূপ পদক্ষেপে গ্রহণ করবেন।

১৭. প্রশ্ন: নারীর তালাক দেয়ার অধিকারের ক্ষেত্রে মুসলিম আইনে কী বলা হয়েছে ?

উত্তর: বিবাহের কাবিননামায় বর্ণিত আছে যে কোনো শর্তসাপেক্ষে স্বামী তার স্ত্রীকে নিজ থেকে বিবাহ ভঙ্গ করার অধিকার প্রদান করতে পারে। কাবিননামায় বর্ণিত কোনো সম্ভাব্য ঘটনা ঘটলে স্ত্রী নিজে বিবাহ ছিন্ন করতে পারে। স্বামী কর্তৃক তালাক উচ্চারণ করলে যে ফলাফল ঘটতো, সেক্ষেত্রে তাই ঘটবে। স্বামী কর্তৃক দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারের মোকদ্দমা দায়েরের পরেও স্ত্রী উক্ত অধিকার প্রয়োগ করতে পারে। স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা শর্তযুক্ত বা শর্তহীন হতে পারে। স্ত্রী কর্তৃক এরূপ তালাক প্রদানকে তালাক-ই-তফইজ বলা হয় এরূপ তালাকের জন্য ৭ ধারা অনুসারে নোটিস প্রদান করতে হবে।

১৮. প্রশ্ন: পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে বিবাহবিচ্ছেদ এর ক্ষেত্রে কী বলা হয়েছে ?

উত্তর: পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে বিবাহবিচ্ছেদ হতে পারে। এর দুটি শর্ত হলো:

- স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্মতি ও
- বিচ্ছেদের বিনিময়ে স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে কিঞ্চিৎ বিনিময় মূল্য প্রদান।

স্ত্রীর পক্ষ থেকে বিচ্ছেদের প্রস্তাবকে 'খুলা' বলা হয় । পক্ষান্তরে, বিচ্ছেদটি পারস্পরিক সম্মতিক্রমে অনুষ্ঠিত হলে একে বলা হয় 'মুবারা'। 'খুলার' ক্ষেত্রে স্বামী কোনো প্রতিদানের বিনিময়ে বিচ্ছেদে সম্মত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিদানস্বরূপ সাধারণত মোহরের দাবি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পরিত্যাগ করা হয়ে থাকে। 'মুবারার' ক্ষেত্রে সুখ-শান্তির প্রত্যাশায় উভয় পারস্পরিক সম্মতিক্রমে নিজেদের মুক্ত করে। আবার কোনো ব্যক্তি এরূপ চুক্তি করতে পারে যে, কোনো একটি ঘটনা ঘটলে স্ত্রীর সাথে তার বিবাহ সরাসরি ছিন্ন হয়ে যাবে। এ ধরনের বিবাহ বিচ্ছেদকে ঘটনাচক্রগত বিবাহবিচ্ছেদ বলা হয়। তবে এ অধ্যাদেশ দ্বারা এরূপ তালাক অপ্রচলিত করা হয়েছে এতে যে কোনো তালাকের ক্ষেত্রে নোটিস প্রদান ও আপোসের জন্য ৯০ দিন অপেক্ষা করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

১৯. প্রশ্ন: ভরণপোষণের ক্ষেত্রে মুসলিম পারিবারিক আইনে কী বলা হয়েছে ?

উত্তর: আলোচ্য আইনের ৯নং ধারায় স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর ভরণপোষণের কথা হয়েছে। ৯(১) ধারায় অন্য কোনো আইনানুগ প্রতিকার প্রার্থনা বলতে প্রাথমিকভাবে ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের ৪৮৮ ধারাকে বোঝায় । বর্তমান ধারার মাধ্যমে একজন অবহেলিত স্ত্রীর জন্য ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের ৪৮৮ ধারার প্রতিকার থাকা সত্ত্বেও সহজ, সুলভ ও অধিকতর সুবিধাজনক পন্থা নির্দেশ করা হয়েছে। এ ধারার অধীনে খোরপোষের জন্য কোনো প্রত্যয়নপত্র মঞ্জুরের পূর্বে উভয় পক্ষের ব্যক্তিগত আইন অনুসারে পক্ষগণের মধ্যকার বিবাহ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। স্বামী বিবাহ অস্বীকার করলে স্ত্রীকে উক্ত বিবাহ প্রমাণ করতে হবে। স্বামী কর্তৃক কোনো তালাক প্রদানের অজুহাত উত্থাপন করা হলে তা খোরপোষ সম্পর্কিত আদেশ প্রদানের পূর্বে নিষ্পত্তি করতে হবে। যদি খোরপোষ সংক্রান্ত কার্যক্রম চলাকালে কোনো তালাক প্রদান করা হয়, তবে ইদ্দতের মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সময়ের জন্য খোরপোষ প্রদান করা যাবে, এর বেশি নয়।

এ ধারার বিধান অনুসারে সালিশী পরিষদ স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রদানের জন্য যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ খোরপোষ উল্লেখ করে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবে। কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে যথোপযুক্ত অথবা যেক্ষেত্রে একাধিক স্ত্রী বর্তমান অথবা অন্যান্য স্ত্রীদের তুলনায় ন্যায়সঙ্গত হারে কোনো

স্ত্রীকে খোরপোষ প্রদানে অবহেলা বা ব্যর্থ হয়, সেক্ষেত্রে সালিশী পরিষদ খোরপোষের পরিমাণ নির্ধারণ পূর্বক ধারার অধীনে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করতে পারে। যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত স্ত্রী স্বামীর সাথে বসবাসে অস্বীকৃতি জানালে স্ত্রী খোরপোষ পাবে না। বিবাহ যতদিন বলবৎ থাকে ততদিন স্বামী খোরপোষ প্রদানে বাধ্য।

২০. প্রশ্ন: ভরণপোষণ আদায়ের জন্য স্ত্রী কী করবে ?

উত্তর: সংশ্লিষ্ট সংক্ষুদ্ধ পক্ষ সালিশী পরিষদের আদেশের বিরুদ্ধে সহকারী জজের নিকট আদেশের তারিখ অথবা প্রত্যয়নপত্র প্রদান থেকে ৩০ দিনের ভেতর পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন করতে পারে। ভরণপোষণ বা খোরপোষের জন্য স্ত্রী পারিবারিক আদালতে মামলা করতে পারে। পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ নং ১৮/১৯৮৫ অনুমোদন বিবেচনার পূর্বে খোরপোষের জন্য ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮৮ ধারায় ফৌজদারি আদালতে মামলা করা যেত। এখন আর ফৌজদারি আদালতে ভরণপোষণের মামলা দায়ের করা যায় না। স্বামী সঙ্গত কারণ ব্যতীত স্ত্রীর ভরণপোষণ প্রদানে অস্বীকার করলে স্ত্রী ভরণপোষণের জন্য পারিবারিক আদালতে মামলা দায়ের করতে পারবে। স্ত্রী সর্বাবস্থায় স্বামীর কাছে ভরপোষণ পাবার অধিকারী। সে নিজে যতই ধনী হোক না কেন, তাতে তার অধিকার খর্ব হয় না। স্বামী যতই দরিদ্র হোক না কেন স্ত্রীর অধিকার বহাল থাকবে।

এ ধারায় সালিশী পরিষদ স্ত্রীকে কত টাকা ভরণপোষণ প্রদানের আদেশ প্রদান করবে তা সম্পর্কে কোনো সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয় নি। তবে নিঃসন্দেহে সালিশী পরিষদ এক্ষেত্রে স্বামীর অর্থনৈতিক অবস্থা ও সামর্থ্য বিবেচনায় আনবে। 'প্রয়োজনানুরূপ' বলতে স্ত্রীকে তার পদমর্যাদা অনুসারে খোরপোষ প্রদানের কথা বলা হয়েছে। একাধিক স্ত্রী থাকলে প্রত্যেকের পদমর্যাদা অনুসারে খোরপোষ দিতে হবে।

২১. প্রশ্ন: দেনমোহরের ক্ষেত্রে মুসলিম পারিবারিক আইনে কী বলা হয়েছে ?

উত্তর: মুসলিম বিবাহের ফলস্বরূপ যে অর্থ বা সম্পত্তি স্বামী তার স্ত্রীকে প্রদান করে বা দিতে সমর্থ, সে অর্থ বা সম্পত্তিকে ইসলামি আইনে দেনমোহর বলা হয়। কোনো বিবাহে দেনমোহর প্রদানের চিঠি না থাকলেও আইন স্ত্রীকে দেনমোহরের অধিকার দিয়েছে। স্ত্রীর প্রতি মর্যাদার চিহ্নস্বরূপ স্বামীর উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

মুসলিম পারিবারিক আইনের ১০নং ধারায় বলা হয়েছে "যেক্ষেত্রে দেনমোহর পরিশোধের পদ্ধতি সম্পর্কে কোন বিবরণ নিকাহনামায় বা বিবাহের চুক্তিতে নির্দিষ্ট না থাকে সেক্ষেত্রে দেনমোহরের সম্পূর্ণ টাকা চাহিবামাত্র পরিশোধযোগ্য বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হইবে।"

ইসলামে বিবাহের মর্যাদার চিহ্নস্বরূপ মোহরানা একটি আবশ্যিক দায়িত্ব। এ দায়িত্ব এতটা গুরুত্বপূর্ণ যে বিবাহের সময় তা নির্ধারিত না হয়ে থাকলেও আইনত পরবর্তীকালে তা নির্ধারণের ব্যবস্থা রয়েছে। দেনমোহর দুই শ্রেনির। যথা -

ক. নির্ধারিত দেনমোহর, এবং

খ. অনির্ধারিত দেনমোহর।

নির্ধারিত দেনমোহর আবার দু'ভাগে বিভক্ত: তলবি মোহর এবং স্থগিত মোহর। নির্ধারিত দেনমোহর বিবাহের সময় ধার্য করা হয় এবং বিবাহনিবন্ধক তা কাবিননামায় লিপিবদ্ধ করে। বিবাহের পরও দেনমোহর নির্ধারিত হতে পারে। স্ত্রীর ইচ্ছায় দেনমোহর হ্রাস বা মওকুফ হতে পারে।

তলবি দেনমোহর স্ত্রী চাহিবামাত্র প্রদান করতে হয়। স্থগিত বা বিলম্বিত দেনমোহর কোনো সময় নির্দিষ্ট করা থাকলে তখন অথবা সময় নির্দিষ্ট করা না থাকলে স্বামীর মৃত্যু বা বিবাহ বিচ্ছেদের পর প্রদান করতে হয়। যদি কাবিননামায় তলবি বা বিলম্বিত দেনমোহরের মধ্যে কোনো পার্থক্য না থাকলে দেনমোহরের সম্পূর্ণটা তলবি বলে গণ্য হবে। যদি দেনমোহর পরিশোধ করা না হয়ে থাকে তবে তার জন্য স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবে। এটা সাধারণত স্বামীর ঋণ স্ত্রী মৃত স্বামীর সম্পত্তি থেকেও আদায় করতে পারবে।

তথ্যসূত্র:

- আজাদ, একে (১৯৯৯) নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯৫ এবং যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০ (ঢাকা, নিউ ওয়ার্সী বুক কর্পোরেশন),
- আলম, মুহম্মদ সাইফুল (২০০৫) - নারী ও শিশু নির্যাতন দমন এবং যৌতুক নিরোধ আইন (ঢাকা, বাংলাবাজার, বাংলাদেশ আইন প্রকাশনী),
- আলম, মো. শাহ (১৯৯৮) - পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫-নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯৫-১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইন (ঢাকা, নিউমার্কেট, বুক সিন্ডিকেট),
- ইসলাম, খায়রুল (২০০৩) মুসলিম পরিবার আইন ও আদালত (ঢাকা, কামরুল বুক হাউস),
- খান, মো. আনছার আলী (২০০০) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (ঢাকা, বাংলাদেশ ল' বুক কোম্পানি),
- জামিল, সৈয়দ হাসান (১৯৯৭) নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন ১৯৯৫ (ঢাকা, নিউ ওয়ার্সী বুক কর্পোরেশন),
- বেগম, সাহিদা (১৯৯৪) মুসলিম আইন ও পারিবারিক আদালত (ঢাকা, বাংলা একাডেমী),
- রহমান, গাজী শামছুর (২০০৬) মুসলিম পরিবার আইনসমূহের ভাষ্য (বাংলাবাজার, খোশরোজ কিতাব মহল),

রহমান, মোহাম্মদ মজিবুর (২০০৩) - বৈবাহিক আইন পরিচিতি (ঢাকা, কামরুল বুক হাউস)।